ব্রি ধান৬৫

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আউশ ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৫ এর কৌলিক সারি OM1490। কৌলিক সারিটি OM606 এবং IR44592-62-1-1-3 এর সংকরায়নের মাধ্যমে Vietnam এ প্রজনন পদ্ধতিতে বংশানুক্রমিক কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর এ Vietnam হতে INGER-material হিসেবে IRRI থেকে প্রাপ্ত হয়ে প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোনা আউশ মৌসুমে ব্রি ধান৪২ ও ব্রি ধান৪৩ জাতের চাষাবাদ উপযোগী খরাপ্রবণ এলাকায় সরাসরি মাঠে বপনের জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

ব্রি ধান৬৫

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান৬৫ বোনা আউশ মৌসুমের খরা সহনশীল জাত।
- উচ্চ ফলনশীল জাত।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯০-৯৫ সেমি।
- গাছ খাটো ও কান্ড শক্ত হওয়ায় হেলে পড়ে না এবং শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না।
- ডিগ পাতা খাড়া ও ধানের শীষ উপরে থাকায়, ধানক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয়।
- চাল মাঝারি চিকন ও সাদা এবং ভাত ঝরঝরে।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৫ এর জীবনকাল ব্রি ধান৪৩ এর চেয়ে কম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সহজে হেলে পড়ে না ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। উচ্চ ফলনশীল জাত তাই কৃষকেরাও লাভবান হবে।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ৯৮-১০০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৩.৫ - ৪.০ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোনা আউশ ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা সাপেক্ষে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫ চৈত্র থেকে ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ (এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ)।

২. **বপন পদ্ধতিঃ** সরাসরি বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বীজ বপন করে।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২৫ সেমি × ১৫ সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৪. **বীজের পরিমানঃ** ছিটিয়ে বপন করলে ৭০-৮০ কেজি/হে. (৯-১০ কেজি/বিঘা) এবং সারিতে বপন করলে ৪০-৫০ কেজি/হে. (৬-৯ কেজি/বিঘা)।

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা সার (জিংক সালফেট)
১৭	১৩	১১	১৩	১.০

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা বপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৩৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমনঃ** চারা গজানোর পর কমপক্ষে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং সারিতে গাছ খুব ঘন হলে নিড়ানির সময় গাছ পাতলা করে দিতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানির ব্যবস্থা রাখলে ভাল ফলন হবে।

৮. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** ব্রি ধান৬৫ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বা আক্রান্ত বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. **ফসল পাকা ও কাটাঃ** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১৫ আষাঢ় থেকে ১৫ শ্রাবণ অর্থাৎ (জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে শেষ সপ্তাহ)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd